দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 27 MAY 2013 ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৫ ...

# উচ্চ মাধ্যমিকের শিক্ষার্থীরাও পাবে নতুন কারিকুলামের বই

## যথাসময়ে পাওয়া নিয়ে অনিশ্চয়তা

■ নিজামুল হক

প্রথম থেকে দ্বাদশ এই ১২টি শ্রেণির পাঠ্যক্রমই বদলে গেল। চলতি বছরের শুরুতে নতুন শিক্ষাক্রমের বই পেয়েছে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীরা। আর আগামী ১ জুলাই থেকে ক্লাস শুরু হওয়া উচ্চ মাধ্যমিকের শিক্ষার্থীরা নতুন কারিকুলামের বই পাচ্ছে। জাতীয় শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের অংশ হিসাবে নতুন কারিকুলামে বই প্রণয়ন করা হয়েছে বলে শিক্ষা মন্ত্রণালয় জানিয়েছে।

**প্রাথমিক ও মাধ্যমিক:** জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, সর্বশেষ ১৯৯৫ সালে প্রাথমিক ও মাধ্যমিকের পাঠ্য বইয়ের শিক্ষাক্রম তৈরি হয়। তা বাস্তবায়ন শুরু হয়েছিল ১৯৯৬-৯৭ সালে। পৃষ্ঠা ২ কলাম ৬

## উচ্চ মাধ্যমিকের

২০ পৃষ্ঠার পর

চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে শুরু হওয়া নতুন শিক্ষাবর্ষে প্রথম থেকে নবম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা নতুন শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রণীত পাঠ্যপুস্তক পেয়েছে। ২০১৩ শিক্ষাবর্ষে প্রাথমিক, ইবতেদায়ি, মাধ্যমিক, দাখিল ও কারিগরি বিদ্যালয়ের তিন কোটি ৬৮ লাখ ৮৬ হাজার ১৭২ জন ছাত্র-ছাত্রীর জন্য ২৬ কোটি ১৮ লাখ ৯ হাজার নতুন কারিকুলামের বই ছাপা হয়। নতুন শিক্ষাক্রম অনুসারে প্রথম থেকে নবম শ্রেণি পর্যন্ত মোট ১১১টি বই ছাপা হয়। এর মধ্যে ৩৩টি বই প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত, ৫১টি ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত এবং ২৭টি বই নবম ও দশম শ্রেণির।

জাতীয় শিক্ষানীতির আলোকে প্রথমবারের মতো প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত বিভিন্ন ধারার (সাধারণ, মাদ্রাসা ও ইংরেজি), বাংলা, ইংরেজি, গণিতসহ আবশ্যিক বিষয়গুলো একই হয়। বিষয়গুলোর পরীক্ষার নম্বর বণ্টনও একইরকম। নতুন শিক্ষাক্রম অনুযায়ী, বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় (ষষ্ঠ থেকে দশম), কর্ম ও জীবনমুখী শিক্ষা (ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি), তথ্য ও যোগাযোগ-প্রযুক্তি (ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ) এবং ক্যারিয়ার শিক্ষা (নবম ও দশম শ্রেণি) বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। আর ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে নতুন বই হবে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষা ও সংস্কৃতি (ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণি), একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির জন্য পপুলেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ, হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট এবং ট্যুরিজম অ্যান্ড হসপিটালিটি। নতুন বিষয়বস্তু হিসেবে প্রজনন স্বাস্থ্য, জলবায়ু পরিবর্তন, এইচআইভি/এইডস, প্রতিজন্ম, তথ্য অধিকারসহ কিছু বিষয়। ধর্মশিক্ষার সঙ্গে নৈতিক শিক্ষাও যোগ হয়েছে নতুন শিক্ষাক্রমে।

**উচ্চ মাধ্যমিক:** উচ্চ মাধ্যমিকেও বদলে যাচ্ছে শিক্ষাক্রম। ১৫ বছর পর এ পরিবর্তন হচ্ছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নামে ১০০ নম্বরের আবশ্যিক বিষয় সংযোজন করা হয়েছে সব বিভাগে। আর বিজ্ঞান, বাণিজ্য, মানবিক, সঙ্গীত, গার্হস্থ্য অর্থনীতি এবং নতুন করে ইসলাম শিক্ষা নামে একটি নতুন বিভাগ চালু হয়েছে। ইসলাম শিক্ষা নিয়ে উচ্চ মাধ্যমিকে শিক্ষার্থীরা ছয়টি বিভাগে ভর্তি হতে পারবে। এছাড়া উচ্চ মাধ্যমিকে পাঠ্যক্রম এক হাজার ২শ' নম্বরের পরিবর্তে এক হাজার ৩শ' নম্বর করা হয়েছে। এনসিটিবি জানিয়েছে, এবারের একাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীরা নতুন শিক্ষাক্রমে আগামী ২০১৫ সালে এইচএসসি পরীক্ষায় অংশ নেবে। এনসিটিবি সূত্রে জানা গেছে, শিক্ষানীতির আলোকে নতুন পাঠ্যক্রমে উচ্চ মাধ্যমিকে ৩৫টি বই প্রবর্তন করা হবে। এর মধ্যে দুটি নতুন পাঠ্য হবে। এগুলো হচ্ছে ট্যুরিজম অ্যান্ড হসপিটালিটি এবং ফাইন্যান্স, ব্যাংকিং ও বীমা।

তথ্য অনুযায়ী, তথ্য ও যোগাযোগ বিষয়ে সাপ্তাহিক ক্লাস হবে তিনটি। আর সকল বিষয়ে সাপ্তাহিক পিরিয়ড হবে ৫টি। প্রতিটি পিরিয়ডের ব্যাপ্তি হবে ৬০ মিনিট। একই বিষয়ে পাশ্চাত্যভিত্তিক আবশ্যিক বিষয় এবং ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে পড়ার নেয়া যাবে না। এনসিটিবি প্রকাশিত বাংলা ও ইংরেজি বই ব্যবহার করতে হবে। অন্যান্য বিষয়ের পাঠ্যবই এনসিটিবি অনুমোদিত হতে হবে। তবে রেফারেন্স হিসাবে অন্য বই ব্যবহার করা যাবে।

**যথাসময়ে পাওয়া নিয়ে অনিশ্চয়তা:** উচ্চ মাধ্যমিকে ৩৫টি বইয়ের মধ্যে বাংলা ও ইংরেজি ছাড়া বাকি সবই বেসরকারিভাবে বিভিন্ন প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান এনসিটিবিতে পাণ্ডুলিপি জমা দেয়। এনসিটিবি এসব পাণ্ডুলিপি যাচাই করে অনুমোদন দেয়। কিন্তু এখনো প্রকাশকদের কাছে পাণ্ডুলিপি সরবরাহ করতে পারেনি এনসিটিবি। অন্যদিকে আগামী ১ জুলাই থেকে উচ্চ মাধ্যমিকের ক্লাস শুরু হবে। বইয়ের চাহিদা রয়েছে ১১ লাখ। কিন্তু পাণ্ডুলিপি পাওয়ার পর তা ছেপে বাজারে যথাসময়ে সরবরাহ করা যাবে কিনা এ নিয়ে স্বয়ং প্রকাশকরাও আশংকা প্রকাশ করেছেন। তবে এনসিটিবির সচিব প্রফেসর গোপাল ভৌমিক বলেন, বইয়ের পাণ্ডুলিপি যাচাইয়ের জন্য সংশ্লিষ্টদের কাছে পাঠানো হয়েছে। আশা করছি অতিদ্রুত এ কাজ শেষ হবে। এবং যথাসময়ে বই ছাপানোর জন্য প্রকাশকদের কাছে দেয়া যাবে।